আল্লাহকে দর্শন

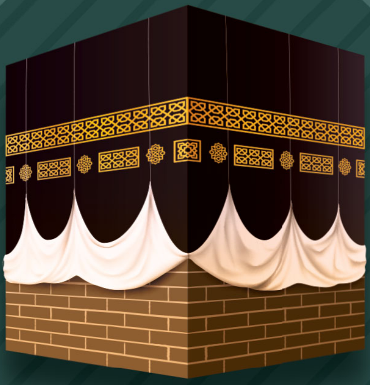

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সূচীপত্র

আল্লাহকে দর্শন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.hadeethfoundationbd.com

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৪
লেখকের নিবেদন	০৫
আল্লাহকে দর্শন	০৭
কুরআনী দলীল	০৭
হাদীছের দলীল	০৮
দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা যাবেনা	১০
আল্লাহকে দর্শন বিষয়ে তিনটি দল	১২
ক্বিয়ামতের ময়দানে সবাই আল্লাহকে দর্শন বিষয়ে তিনটি দল	১৮
স্বপ্নে আল্লাহকে দর্শন	১৯
স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ)-কে দর্শন	২১
বর্তমান অবস্থা	২১
আল্লাহ্র দীদার কামনা	২২
আল্লাহ্র দীদার লাভের উপায় সমূহ	২৬
মৃত্যু কামনা	৩০
আত্মহত্যা মহাপাপ	৩১
আল্লাহকে দর্শন বিষয়ে কবরে প্রশ্ন	৩১
জান্নাতে আল্লাহ্র সম্ভাষণ	৩৩
পরকালীন পুরস্কার	৩৫
বান্দার সাথে আল্লাহ্র কথোপকথন	৩৬
আল্লাহ্র দীদার বিষয়ে বর্ণিত কয়েকটি আয়াত	৩৮

লেখকের নিবেদন (كلمة المؤلف)

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি জীবন ও মৃত্যুদাতা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর নিজস্ব আকার আছে। কিন্তু তা কারু সাথে তুলনীয় নয়। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। তিনি নিরাকার বা শূন্যসত্তা নন। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী রয়েছে। যা বান্দার নাম ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি সাত আসমানের উপরে আরশে সমুন্নত। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত। আসমান-যমীন ও এর মধ্যকার সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। ক্বিয়ামতের দিন মুমিন নর-নারী আল্লাহকে তাঁর স্বরূপে দেখবেন। আর সেটাই হবে তাদের সবচেয়ে বড় পুরস্কার ও সবচাইতে আনন্দঘন মুহূর্ত।

জীবনের প্রতি পদে পদে ঈমান ও কুফরের সংঘর্ষ চলছে। আল্লাহ মানুষকে ঈমানের দিকে ডাকেন, আর শয়তান মানুষকে কুফরের দিকে ডাকে। শয়তানের চাকচিক্যপূর্ণ যুক্তিতে মানুষ বিভ্রান্ত হয় ও প্রতারিত হয়ে পদস্খলিত হয়। ফলে সে পরকালে জাহান্নামী হয়। ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী আরেক দল মানুষ সর্বদা দুনিয়াবী লাভ-লোকসানের নিরিখে ঈমানকে প্রকাশ করে এবং কুফরকে লুকিয়ে রাখে। ফলে এরাও পরকালে জাহান্নামী হয়। এমনকি এরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকে। তাই পার্থিব জীবনে সবচেয়ে বড় সফল ব্যক্তি তিনি, যিনি হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত। যিনি পরকালে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবেন ও জান্নাতে প্রবেশ করবেন। কেবল জান্নাতেই প্রবেশ করবেন না, বরং তার জীবনের সবচাইতে বড় আকাংখা পূরণ হবে তখনই, যখন তিনি তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে তাঁর স্বরূপে দর্শন করবেন। তাই দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় নে'মত হ'ল মনের মধ্যে আল্লাহকে দর্শনের তীব্র আকুতি সৃষ্টি হওয়া এবং আখেরাতে সবচেয়ে বড় নে'মত হ'ল আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাওয়া। আর এটাই স্বাভাবিক যে, মানুষ যাকে ভালবাসে, সে তার প্রিয় ব্যক্তির ভালবাসা অনুযায়ী কাজ করে। একইভাবে মানুষ যখন আল্লাহকে দর্শনের আকাংখী হবে, তখন সে যে কাজ আল্লাহ ভালবাসেন সে কাজই করবে। কোন অবস্থাতেই আল্লাহ বিরোধী কোন কাজই সে করবে না।

বস্তুতঃ যখন আমরা কিছুই ছিলাম না, তখন আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীর সেরা সৃষ্টি রূপে মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় পাঠান এবং আমাদেরকে জ্ঞান দিয়ে ও ভাষা দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন। এমতাবস্থায় তাঁকে স্বচক্ষে দেখার জন্য কি আমাদের মধ্যে ঔৎসুক্য সৃষ্টি হবেনা? দুনিয়ার নেতাদেরকে দেখার জন্য আমরা ব্যগ্র থাকি, অথচ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে দেখার জন্য কি আমাদের মধ্যে চূড়ান্ত আগ্রহ সৃষ্টি হবেনা? কিন্তু আগ্রহ হ'লেই কি সেটা সবার জন্য সম্ভব? আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু সবার জন্য কি বঙ্গভবনে প্রবেশ করা সম্ভব? সেখানে প্রবেশ করতে গেলে যেমন তাকে যোগ্য হ'তে হবে, তেমনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রয়োজন হবে। দুনিয়ার নেতাদের দুনিয়াতে দেখা যায়। কিন্তু আরশের মালিককে দুনিয়াতে দেখা সম্ভব নয়। তাঁকে দেখার জন্য জান্নাতী হ'তে হয় ও তাঁর অনুমতি প্রয়োজন হয়। আমরা সর্বান্তঃকরণে পরকালে আল্লাহকে দর্শনের আকাংখা পোষণ করি এবং তাঁর দীদার লাভের জন্য তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

পরিশেষে অত্র বইটি প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত

২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২১ সোমবার *-লেখক।*

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

আল্লাহকে দর্শন (رؤية الله تعالى)

ক্বিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাগণ আল্লাহকে অবশ্যই দর্শন করবেন ইনশাআল্লাহ। এটি দ্বীনের মূলনীতি সমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ বিষয়ে মুমিনের আক্বীদা স্বচ্ছ থাকা আবশ্যক। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হ’ল।-

কুরআনী দলীল (الأدلة من القرآن) :

(১) আল্লাহ বলেন, وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ- إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ- وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ- تَظُنُّ أَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ- ‘সেদিন অনেক চেহারা হবে উজ্জ্বল’ *(২২)*। ‘তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে’ *(২৩)*। ‘আর সেদিন অনেক চেহারা হবে বিবর্ণ’ *(২৪)*। ‘তারা আশংকা করবে যে, তাদের সাথে ধ্বংসকারী আচরণ করা হবে’ *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৫)*। ২২ ও ২৩ আয়াতে সৎকর্মশীল মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। (২) তিনি বলেন, اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ، ذَالِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ- لَهُمْ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ- ‘তোমরা এতে প্রবেশ কর শান্তির সাথে। আর এটা হ’ল চিরস্থায়ী হবার দিন’। ‘সেখানে তারা যা চাইবে তাই পাবে এবং আমাদের নিকট রয়েছে অতিরিক্ত আরও কিছু’ *(ক্বাফ ৫০/৩৪-৩৫)*।

(৩) আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ، وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَّلاَ ذِلَّةٌ أُولٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- ‘যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও আরও কিছু অতিরিক্ত। তাদের চেহারা সমূহকে মলিনতা ও হীনতা আচ্ছন্ন করবে না। তারা হ’ল জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে’ *(ইউনুস ১০/২৬)*। আর সেটি হ’ল আল্লাহকে দর্শন।

উক্ত ৩টি আয়াত ছাড়াও সূরা বাক্বারাহ ১১৫, ২৭২, ক্বাছাছ ৮৮, রূম ৩৮, ৩৯, রহমান ২৭, দাহ্‌র ৯, লায়েল ২০ সহ মোট ১১টি আয়াতে আল্লাহ্‌র চেহারা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আল্লাহ্‌র হাত ও চেহারা বিষয়ে বিদ'আতীদের নানাবিধ গৌণ ও রূপক অর্থের প্রতিবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ২৬টি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।[১]

হাদীছের দলীল (الأدلة من السنة) :

(১) হযরত ছোহায়েব রূমী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ : يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ : فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلاَ : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ– 'জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি অতিরিক্ত আরও কিছু চাও? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ স্বীয় পর্দা উন্মোচন করবেন। তখন তাঁকে দেখার চাইতে প্রিয়তর কোন বস্তু আর থাকবে না'। আর এটিই হ'ল 'অতিরিক্ত'। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ، 'যারা সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও আরও কিছু অতিরিক্ত' *(ইউনুস ১০/২৬)*।[২] অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ।

(২) হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ، 'আল্লাহ সেদিন উজ্জ্বল চেহারায় হাসতে হাসতে মুমিনদের সাক্ষাৎ দান করবেন'...*(মুসলিম হা/১৯১)*।

১. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (৬৯১-৭৫১ হি.), মুখতাছারুছ ছাওয়ায়েক্বিল মুরসালাহ (মাকতাবা রিয়ায আল-হাদীছাহ, তাবি) ২/১৭৯; থিসিস ১১৬ পৃ.।
২. মুসলিম হা/১৮১; মিশকাত হা/৫৬৫৬ 'ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা' অধ্যায়-২৮ 'আল্লাহকে দর্শন' অনুচ্ছেদ-৬।

আল্লাহকে দর্শন বিষয়ে তিনটি দল (ثلاث طوائف فى رؤية الله تعالى) :

১ম দল- যারা দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও আল্লাহকে দর্শনে বিশ্বাসী নন। এরা হ'লেন নির্গুণবাদী ভ্রান্ত ফের্কা জাহমিয়া ও তাদের অনুসারী মু'তাযিলা, রাফেযী শী'আ ও তাদের সমমনাগণ। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, هُمُ الْمُعَطِّلَةُ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ 'এরা হ'ল আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অস্বীকারকারী মু'আত্ত্বিলাহ বা নির্গুণবাদী। যারা সকল সৃষ্টজীব ও সৃষ্টিজগতের মধ্যে নিকৃষ্টতম'।[৮] আল্লাহ বলেন, كَلَّآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ– 'কখনই না'। তারা অবশ্যই সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*। এটি হবে তাদের অবিশ্বাসের ফল। ফলে কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকরা সেদিন আল্লাহ্‌র দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে।

২য় দল- যারা দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বত্র আল্লাহকে দর্শনে বিশ্বাসী। মা'রেফতী ছূফীগণের একটি দল। যারা হুলূল ও ইত্তিহাদ তথা অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী দর্শনের অনুসারী। যারা 'ফানাফিল্লাহ' ও 'বাক্বাবিল্লাহ' এবং 'যত কল্লা তত আল্লাহ' মতবাদে বিশ্বাসী। এরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। বরং এদের ধারণা মতে, পীরের আত্মা ও মুরীদের আত্মা মিলে পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় অথবা সেখানে স্থায়ী হয়ে যায়। যাকে 'বাক্বাবিল্লাহ' বলে। এরা নূরে মুহাম্মাদীর শিরকী আক্বীদা পোষণ করেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র নূরে মুহাম্মাদ পয়দা ও মুহাম্মাদের নূরে সারা জাহান পয়দা'। তারা মুহাম্মাদকে 'মানুষ নবী' নন, বরং 'নূরের নবী' বলে ধারণা করেন। তারা খোদ মুহাম্মাদকেই আল্লাহ বলেন। মীলাদ-ক্বিয়াম, ওরস ও কাওয়ালীর মজলিসগুলিতে তারা নেচে-গেয়ে বলে থাকেন,

محمد بشكل عرب آمده + عين را حذف كن كه رب آمده

شریعت کا ڈر ہے نہیں، صاف کہ دوں + خدا خود رسول خدا بن کے آیا-

---

৮. তাক্বিউদ্দীন আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ দিমাশক্বী (৬৬১-৭২৮ হি.), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (মদীনা মুনাউওয়ারাহ, মুজাম্মা' ফাহদ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খৃ. ৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত, শামেলাহ ৩৫ খণ্ড; সংকলক : আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ নজদী ১-৩৫ খণ্ড, الفهارس العامة সাধারণ সূচী সমূহ ৩৬-৩৭ খণ্ড, প্রণেতা : ঐ, পুত্র মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান) মুদ্রণ : কায়রো ১৪০৪ হি., মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬,৯৭৯+৯৮২=১৭,৯৬১) ৩/৩৯১ পৃ.।

‘মুহাম্মাদ এসেছেন ‘আরব’ রূপে + ‘আ’-কে বাদ দিলে বুঝবে, এসেছেন ‘রব’। ‘শরী‘আতের ভয় নেই, স্পষ্ট বলি + খোদা খোদ এসেছেন রাসূলে খোদা হয়ে’ *(আকরম খাঁ, তাফছীরুল কোরআন ২/২৮১)*। তারা বলেন, ‘আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা + আহমাদ ‘আহাদ’ হ’লে তবে যায় জানা’। ‘মীমের ঐ পর্দাটিরে উঠিয়ে দেখরে মন + দেখবি সেথায় বিরাজ করে ‘আহাদ’ নিরঞ্জন’। এমনকি তারা তাদের খাজাবাবা ও পীরবাবাদের সম্পর্কে বলেন,

حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے + ہمیں درپہ خواجہ کے سجدہ روا ہے

‘বাস্তবে দেখ যদি খাজাই হ’লেন খোদা + তাঁর দরজায় সিজদা করা বৈধ মোদের সদা’ (নাঊযুবিল্লাহ; ঐ)।

বস্তুতঃপক্ষে ইরান ও হিন্দুস্তানের অদ্বৈতবাদী ভ্রান্ত দর্শন ইসলামের ছদ্মবেশে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। যা অদ্যাবধি পীরপূজা ও কবরপূজার নামে সমাজে প্রচলিত আছে। পতনযুগে ইহূদী-খৃষ্টানদের অবস্থাও এরূপ ছিল। যে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, إِتَّخَذُوآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَآ أُمِرُوآ إِلاَّ لِيَعْبُدُوآ إِلَهًا وَّاحِدًا، لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ– ‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র’ *(তওবা ৯/৩১)*। ১৯৮১ সালের সরকারী হিসাব মতে বাংলাদেশে ২ লক্ষ ৯৮ হাযার পীর রয়েছেন। রয়েছে তাদের অসংখ্য মুরীদ। যাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে এবং তাদের ওরসের ব্যবসা খুবই জমজমাট। এদের কাশ্‌ফ ও কারামত ও এদের দেওয়া গায়েবী খবরে বিশ্বাস করার কারণে এরাই প্রকারান্তরে সমাজে ‘রব’-এর আসন দখল করে আছে।

এইভাবে এই দলের লোকেরা দুনিয়াতে সর্বদা আল্লাহ দেখেন। যা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সম্পূর্ণ বিরোধী। ফলে তারা আখেরাতে আল্লাহকে দেখবেন বলে বিশ্বাস করলেও সেটা পাবেন না। এদের সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যারা বলেন যে, পীর-আউলিয়াগণ দুনিয়াতে স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেন, তারা বিদ‘আতী ও পথভ্রষ্ট। তারা কুরআন-সুন্নাহ

ও ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী। বিশেষ করে যখন তারা দাবী করে যে, তাদের পীর-আউলিয়াগণ নবী মূসা (আঃ)-এর চাইতে উত্তম। কারণ মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে আল্লাহকে দেখতে চেয়েও দেখতে পাননি। এসব লোকদের তওবা করতে বলা হবে। অন্যথায় এদের হত্যা করতে হবে' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৬/৫১২)*। তবে এ দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় আদালত ও সরকারের।

জমহূর সালাফ বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, أَنَّ مَنْ جَحَدَ رُؤْيَةَ اللهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْعِلْمُ فِي ذَلِكَ عُرِّفَ ذَلِكَ كَمَا يُعَرَّفُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْجُحُودِ بَعْدَ بُلُوغِ الْعِلْمِ لَهُ فَهُوَ كَافِرٌ– 'যে ব্যক্তি আখেরাতে আল্লাহ দর্শনকে অস্বীকার করে, সে কাফের। তার কাছে এ বিষয়ে কুরআন-হাদীছের ইলম পৌঁছে গেলেও যদি সে নিজের মতের উপর যিদ করে, তাহ'লে সে কাফের' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৬/৪৮৬ পৃ.)*। শায়েখ বিন বায (রহঃ) একই কথা বলেন।[৯]

৩য় দল- যারা দুনিয়াতে আল্লাহ দর্শনকে অস্বীকার করেন এবং আখেরাতে তা সাব্যস্ত করেন। আর সেটি হবে ক্বিয়ামতের প্রাঙ্গণে এবং জান্নাতে। এটিই হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের বক্তব্য। উক্ত বিষয়ে ইজমা উদ্ধৃত করেছেন আব্দুল গণী মাক্বদেসী (৫৪১-৬০০ হি.), ইবনু আবিল 'ইয হানাফী (৭৩১-৭৯২ হি.), ইমাম নববী (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ। যেমন নববী বলেন,

وَقَدْ تَظَاهَرَتْ أَدِلَّةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ اللهِ تَعَالَى فِي الْآخِرَةِ لِلْمُؤْمِنِيْنِ، وَرَوَاهَا نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ صَحَابِيًّا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآيَاتُ الْقُرْآنِ فِيهَا مَشْهُورَةٌ وَاعْتِرَاضَاتُ الْمُبْتَدِعَةِ عَلَيْهَا لَهَا أَجْوِبَةٌ مَشْهُورَةٌ– 'কুরআন-সুন্নাহ, ইজমায়ে ছাহাবা এবং তাদের পরবর্তী সালাফে ছালেহীনের পক্ষ হ'তে আখেরাতে মুমিনদের জন্য তাদের মহান প্রতিপালককে দর্শনের প্রমাণ সমূহ অবিরত ধারায় বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রায় ২০ জন ছাহাবী রাসূলুল্লাহ

---

৯. আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, রিয়াদ (১৩৩০-১৪২০ হি./১৯১০-১৯৯৯ খৃ.), মাজমূ' ফাতাওয়া (সংকলক : মুহাম্মাদ বিন সা'দ আশ-শুওয়াই'ইর, ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত, তাবি) ২৮/৪১০ পৃ.।

স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ)-কে দর্শন (رؤية رسول الله صــ في المنام) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِى– ‘যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নযোগে দেখল, সে আমাকেই দেখল। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না’।[২৫] রাসূল (ছাঃ)-কে যারা দুনিয়ায় দেখেননি, তারা তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পারেননা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَّآنِى فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِى فِى الْيَقْظَةِ أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِى فِى الْيَقْظَةِ لاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِى– ‘যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে সত্বর আমাকে দেখতে পাবে জাগ্রত অবস্থায়। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারেনা’।[২৬] অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছা হ’লে ঐ ব্যক্তি দুনিয়াতে আমাকে দেখবে অথবা আখেরাতে দেখবে *(মিরক্বাত)*। যারা কখনো রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেনি, তারা তাঁকে স্বপ্নে দেখার দাবী করলে সেটির সত্যায়ন করবে কে?

বর্তমান অবস্থা (حالة اليوم) : বর্তমানে অনেক পীরের গল্প শোনা যায় যে, তাদের কাছে গিয়ে তাদের বানোয়াট অযীফা সমূহের উপর আমল করলে এক মাসের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখা যায় এবং তিন মাসের মধ্যে আল্লাহকে দেখা যায়। অথচ মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে ৪০ দিন থেকে ও আল্লাহকে দেখতে চাইলেও দেখতে পাননি। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মে‘রাজে গিয়েও আল্লাহকে দেখতে পাননি। অনেক পীর তাদের দরগাহ গেটের নাম রাখেন ‘বাবে রহমত’ বা রহমতের দরজা। কেউ আবার খানক্বার পুকুরে ওযূ করার সময় বদনা ছুঁড়ে মারেন, আর ভক্তদের বলেন, কা‘বা ঘরে কুকুর ঢুকছিল, তাই খেদিয়ে দিলাম’। কেউ তাদের দরগার বদ্ধ নোংরা পানির সাথে মক্কার যমযম কূপের সাথে সংযোগ আছে বলে শুনায় এবং ঐ পচা পানি খেলে অথবা ঐ ওরসের তাবার্রুক খেলে সব রোগ ভাল হয়ে যাবে বলে দাবী করে। তবে এজন্য অবশ্যই নযর-নেয়ায দিতে হয়। নইলে মৃত বাবা নাখোশ হবেন। তাতে মনের মকছূদ পূরণ না-ও হ’তে পারে। অনেক পীরের নামে বই লেখা হয়েছে, তারা নাকি তাদের জীবদ্দশায় এমনকি মৃত্যুর পরেও স্বপ্নযোগে তাদের মুরীদদের মৃত সন্তানকে

---

২৫. বুখারী হা/৬৯৯৪; মুসলিম হা/২২৬৬; মিশকাত হা/৪৬০৯ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২৬. মুসলিম হা/২২৬৬; মিশকাত হা/৪৬০৯ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

www.hadeethfoundationbd.com

জীবিত করে দিয়েছেন। অথচ তিনি নিজে বাঁচতে পারেননি বা নিজের পিতা-মাতা ও সন্তানদের বাঁচাতে পারেননি। এইসব মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় ভুলে বহু জ্ঞানী-গুণী লোক এমনকি রাষ্ট্রনেতা ও রাজনীতিকগণ এদের কবরে গিয়ে প্রার্থনা করেন ও সেখানে গিয়ে বহুমূল্য নযর-নেয়ায দেন তাদের অসীলায় মনস্কামনা পূর্ণ হবার আশায়। অথচ আল্লাহ্র রাসূলের কবরের পাশে পরপর দু'জন খলীফা ওমর ও ওছমান (রাঃ) নিহত হ'লেন। তিনি তাঁদের বাঁচাতে পারেননি। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর ৭টি সন্তানের মধ্যে ৩ জন পুত্রসহ ৬ জনই মারা গেলেন। কিন্তু তিনি তাদের কাউকে বাঁচাতে পারেননি। অথচ এইসব 'পীরবাবা' নামধারীদের ধোঁকায় পড়ে বহু মানুষ ঈমান হারাচ্ছে। কারণ তারা শিখাচ্ছেন যে, পীর ছাড়া মুক্তি নেই। যার পীর নেই, শয়তান তার পীর। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ্র সনিষ্ঠ অনুসারী আল্লাহভীরু নেতাগণই হ'লেন মুমিনগণের নেতা। এইসব কথিত পীরবাবারা নন। বস্তুতঃ এগুলি সবই ভক্তের পকেট ছাফ করার অপকৌশল মাত্র। এইসব প্রতারক ধর্ম ব্যবসায়ী ও তাদের দালাল থেকে সাবধান!

আল্লাহ্র দীদার কামনা (رجاء لقاء الله) :

আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা সর্বদা আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যগ্র থাকে। যেমন রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুর আগে পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নেন। অতঃপর ফাতেমাকে কানে কানে বলেন, আজকের দিনের পরে তোমার পিতার আর কোন কষ্ট নেই। তাতে ফাতেমা কেঁদে ফেলেন। অতঃপর তাকে কাছে টেনে বলেন, আমার মৃত্যুর পর তুমিই সর্বপ্রথম আমার কাছে চলে আসবে। তাতে ফাতেমা হাসেন' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬১২৯)*। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, – اَللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَي 'হে আল্লাহ! হে সর্বোচ্চ বন্ধু'! আর এটাই ছিল তাঁর শেষ কথা। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা আমি বুঝলাম যে, তিনি এখন আর আমাদের পসন্দ করবেন না' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৯৬৪)*।[২৭] অর্থাৎ দুনিয়ার বন্ধন ছিন্ন করে এবার তিনি আল্লাহ্র দীদার লাভের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬১২৯)*।

বস্তুতঃ দুনিয়াদাররা দুনিয়া ছাড়তে চায় না। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে বেশী ভালবাসেন। তারা এখানকার কষ্ট-মুছীবতকে

২৭. যদিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সর্বশেষ অছিয়ত ছিল, ছালাত ও স্ত্রীজাতি সম্পর্কে' *(ইবনু মাজাহ হা/২৬৯৭; দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৪৩ পৃ.)*।

জীবনে। আল্লাহ্র বাণী সমূহের কোন পরিবর্তন নেই। আর এটাই (অর্থাৎ উভয় জীবনের সুসংবাদই) হ'ল বড় সফলতা' *(ইউনুস ১০/৬২-৬৪)*।

উল্লেখ্য যে, ইউনুস ৬২ আয়াতটিকে বিভিন্ন মৃত পীরের সমাধিতে বড় বড় হরফে অর্থসহ লেখা দেখা যায়। এর মাধ্যমে কবর ব্যবসায়ীরা বুঝাতে চায় যে, আমাদের পীর কবরে জীবিত আছেন। তিনি ভক্তের আহ্বান শুনছেন ও তার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। এই মিথ্যা ধোঁকায় ব্যবহার করা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের অত্র আয়াতটিকে। পথভ্রষ্ট ইহূদী আলেমরা যেভাবে তওরাতের আয়াত বিকৃত অর্থে ব্যবহার করে পয়সা উপার্জন করত, মুসলমানদের অবস্থাও হয়েছে সেটাই।

উপরে বর্ণিত হাদীছটির শেষে –وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ 'মৃত্যু তার জন্য অপরিহার্য' কথায় এটি পরিষ্কার যে, তার বন্ধু তার সাক্ষাতের আশায় অতীব উদগ্রীব হয়ে উঠেছে এবং তা প্রশমিত হবেনা তার সাক্ষাত লাভ করা ব্যতীত। তখন আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীদার কামনা করে (তার জানা উচিৎ যে,) আল্লাহ্র সেই নির্ধারিত সময়টি আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আনকাবূত ২৯/৫)*। 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীদার কামনা করে' অর্থ তার সৎকর্মের পুরস্কার লাভের জন্য সে উদগ্রীব হয়। আর সেজন্যেই আল্লাহ তাঁর বান্দার মনের কথা শোনেন ও তার সকল কাজের খবর নেন।

উক্ত হাদীছে বর্ণিত 'তার হাত-পা সবকিছু আল্লাহ্র হাত-পা হয়ে যায়' অর্থ আল্লাহ্র বন্ধুর ভিতর-বাহির সকল কাজ আল্লাহ্র জন্য হয়ে যায়। এর মধ্যে আল্লাহ যে নিরাকার ও শূন্যসত্তা নন, বরং তাঁর আকার রয়েছে, যা তাঁর মর্যাদার উপযোগী তার প্রমাণ রয়েছে। এর অর্থ বান্দার আত্মা আল্লাহ্র পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় না বা সে 'ফানাফিল্লাহ ও বাক্বাবিল্লাহ' হয়ে যায় না। স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য ঘুঁচে গিয়ে 'যত কল্লা তত আল্লাহ' হয়ে যায় না। যেমনটি বিদ'আতীরা ধারণা করে থাকে। বরং বান্দার ফরয ও নফল ইবাদত সমূহে খুশী হয়ে আল্লাহ তার বন্ধুদের যখন চান সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। যাকে 'কারামতে আউলিয়া' বলা হয়। যা ছাহাবা, তাবেঈন ও বহু সৎকর্মশীল মুমিন বান্দা কর্তৃক প্রমাণিত। কিন্তু এটি শরী'আতের কোন দলীল নয়।

هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ فَيَقُولُ : مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَّرَى اللهَ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يُحَطِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ : اُنْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَى، وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْغُوبًا، فَيُقَالُ : فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِي! فَيُقَالُ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ : سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ : انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يُحَطِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَى، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ-

‘কবরবাসী মুমিন মাইয়েতকে উঠিয়ে বসানো হবে ভয়হীন ও শংকাহীনভাবে। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হবে, (১) তুমি কোন দ্বীনের উপর ছিলে? সে বলবে, ইসলাম। অতঃপর বলা হবে, (২) এই ব্যক্তি কে? সে বলবে, মুহাম্মাদ, যিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। যিনি আমাদের নিকটে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে স্পষ্ট প্রমাণাদি সহ এসেছিলেন। অতঃপর আমরা তাঁকে সত্য বলে জেনেছিলাম’। তখন তাকে বলা হবে, ‘তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ? সে বলবে, কারু পক্ষে দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন সে সেখানকার ভয়ংকর দৃশ্য দেখবে যে, আগুনের ফুলকি সমূহ একে অপরকে দলিত-মথিত করছে। এসময় তাকে বলা হবে, দেখ কি বস্তু থেকে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং সে জান্নাতের নে‘মতরাজি দেখতে থাকবে। তখন তাকে বলা হবে, এটাই তোমার ঠিকানা। তুমি দৃঢ় বিশ্বাসের উপরে ছিলে। উক্ত বিশ্বাসের উপরেই তুমি মৃত্যুবরণ করেছ এবং মহান আল্লাহ চাহেন তো তার উপরেই তুমি পুনরুত্থিত হবে’।[৪১]

৪১. ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৮; মিশকাত হা/১৩৯ ‘ঈমান’ অধ্যায়-১, ‘কবরের আযাব’ অনুচ্ছেদ-৪।

জান্নাতে আল্লাহ্র সম্ভাষণ (تحية من الله في الجنة) :

জান্নাতে দয়াময় প্রতিপালক ‘সালাম’ দিয়ে তাঁর সৎকর্মশীল মুমিনদের প্রতি সাদর সম্ভাষণ জানাবেন। যেমন (১) তিনি বলেন, سَلاَمٌ، قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ– ‘অসীম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে তাদেরকে ‘সালাম’ *(ইয়াসীন ৩৬/৫৮)*। (২) তিনি আরও বলেন, تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا– ‘যেদিন তারা তাঁর (আল্লাহ্র) সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের সম্ভাষণ হবে ‘সালাম’। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান’ *(আহযাব ৩৩/৪৪)*। ফেরেশতাগণ চারদিক থেকে তাদের সালাম করবে। (৩) তিনি বলেন, وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ– سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ– ‘ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে’ *(২৩)*। ‘তারা বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে বিধায় তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! অতঃপর কতই না সুন্দর তোমাদের এই পরিণাম গৃহ’ *(রা‘দ ১৩/২৩-২৪)*।

(৪) হযরত ‘আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নিম্নোক্ত দো‘আ শিক্ষা দিয়েছেন, اَللَّهُمَّ...أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ...وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِينَ– ‘হে আল্লাহ!... তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখ, যতদিন আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয় বলে তুমি মনে কর। আর তুমি আমাকে মৃত্যু দান কর, যখন তুমি আমার মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর মনে কর। আর আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমার ভীতি প্রার্থনা করি। ...জান্নাতে আমি তোমার চেহারা দর্শনের তৃপ্তি কামনা করি এবং অনিষ্টকারীর অনিষ্ট ও পথভ্রষ্টকারীর ফেৎনায় পড়া ব্যতীত আমি তোমার দীদার লাভের আকাংখা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের আলোয় আলোকিত কর এবং পথ প্রদর্শনকারী ও সুপথ প্রাপ্ত কর’।[৪২]

৪২. নাসাঈ হা/১৩০৫; মিশকাত হা/২৪৯৭ রাবী ‘আত্বা বিন সায়েব স্বীয় পিতা হ’তে।

‘তোমরা কি জান, কি কারণে আমি হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দা তার প্রতিপালকের সাথে যে কথোপকথন করবে, সেজন্য হাসছি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলবেন হ্যাঁ, আমি কারু প্রতি যুলুম করি না। অতঃপর সে বলবে, আমি আমার ব্যাপারে নিজের সাক্ষী ব্যতীত অন্য কারু সাক্ষী হওয়াকে অনুমতি দিব না। তখন আল্লাহ বলবেন, আজ তুমি নিজেই নিজের সাক্ষী হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং সম্মানিত লিপিকার ফেরেশতাগণ। অতঃপর তার মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হুকুম দেওয়া হবে যে, তোমরা কথা বল। তখন তারা তার আমল সম্পর্কে বলবে। এরপর ঐ বান্দাকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হবে। তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমাদের প্রতি অভিশাপ! তোমরা দূর হয়ে যাও! আমি তো তোমাদের জন্যই সবকিছু করেছিলাম’![৪৮] হাদীছটির প্রথমাংশ মুমিনদের জন্য এবং শেষাংশ সাধারণ বান্দাদের জন্য।

আল্লাহ্র দীদার বিষয়ে বর্ণিত কয়েকটি আয়াত

(آيات فى رؤية الله عز وجل)

١- وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوآ أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ- البقرة ٢٢٣-

‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রেখ তোমরা সবাই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর তুমি বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও’ *(বাক্বারাহ ২/২২৩)*।

٢- قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَاحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ- الأنعام ٣١-

‘নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে মিথ্যারোপ করেছে। এভাবে যখন ক্বিয়ামত হঠাৎ এসে যাবে, তখন তারা বলবে, হায় এ বিষয়ে আমরা কতই না বাড়াবাড়ি করেছি। ফলে তারা

---

৪৮. মুসলিম হা/২৯৬৯; মিশকাত হা/৫৫৫৪ ‘ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা’ অধ্যায়-২৮ ‘হিসাব, ক্বিছাছ ও মীযান’ অনুচ্ছেদ-৩।

www.hadeethfoundationbd.com